সূচিপত্র (Contents)----------

১ম অংশ: উভয় পর্যায়ের জন্য কমন বিষয়সমূহ (স্কুল ও কলেজ)

১ম ভাগ: বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগ

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১	পাল শাসন: বাংলায় পাল বংশের উত্থান; ধর্মপাল ও দেবপাল	১
অধ্যায়-২	মুসলিম শাসন: বখতিয়ার খলজী, ইলিয়াস শাহী বংশ এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহ-এর শাসনকাল	৫

২য় ভাগ: মুঘল ও ব্রিটিশ আমল

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-৩	মুঘল শাসন: বাবর, হুমায়ুন, শেরশাহ ও আকবরের বিজয় ও সংস্কারসমূহ	৯
অধ্যায়-৪	ব্রিটিশ শাসন ও সংগ্রাম: পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ ইত্যাদি	১২
অধ্যায়-৫	রাজনৈতিক বিবর্তন: মুসলিম লীগ গঠন, লাহোর প্রস্তাব এবং ভারত বিভক্তি	২০

৩য় ভাগ: বাংলাদেশের অভ্যুদয়

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-৬	ভাষা আন্দোলন: ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও গুরুত্ব	২৪
অধ্যায়-৭	নির্বাচন ও রাজনীতি: ১৯৫৪ সালের নির্বাচন এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন	৩১
অধ্যায়-৮	স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং ৬ দফা কর্মসূচি	৩৭
অধ্যায়-৯	১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান	৪৪
অধ্যায়-১০	১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন	৫০
অধ্যায়-১১	স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং একটি জাতির জন্ম	৫৭

২য় অংশ: শুধুমাত্র কলেজ পর্যায়ের জন্য (কোড: ৪০৫)

৪র্থ ভাগ: প্রাচীন ভারতীয় সাম্রাজ্য ও সভ্যতা

ভাগ ও অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১২	সিন্ধু ও বৈদিক সভ্যতা	৬৪
অধ্যায়-১৩	মৌর্য সাম্রাজ্য: উত্থান থেকে পতন	৬৮
অধ্যায়-১৪	গুপ্ত সাম্রাজ্য: উত্থান থেকে পতন	৭২

৫ম ভাগ: ব্রিটিশ প্রশাসনিক সংস্কার ও আইন

ভাগ ও অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১৫	ব্রিটিশ ভারতের প্রধান প্রশাসনিক ও সামাজিক সংস্কার	৭৬
অধ্যায়-১৬	১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন: একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা	৮২

৩য় অংশ: শুধুমাত্র স্কুল পর্যায়ের জন্য (কোড: ৩০৫)

৬ষ্ঠ ভাগ: বিশ্ব ইতিহাস (ইউরোপের ইতিহাস)

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১৭	**ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯):** পটভূমি ও জাতীয় সভার সংস্কার	৮৮
অধ্যায়-১৮	**ইউরোপের রূপান্তর:** একত্রীকরণ থেকে বিশ্বযুদ্ধ	৯২

৭ম ভাগ: ইসলামের ইতিহাস (১২৫৮ সাল পর্যন্ত)

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১৯	**হযরত মুহাম্মদ (সা.):** নবুওয়াত থেকে রাষ্ট্রগঠন	৯৮
অধ্যায়-২০	**খোলাফায়ে রাশেদিন:** শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিবর্তন	১০৪
অধ্যায়-২১	**উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমল:** বিজয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ	১১০

৮ম ভাগ: দিল্লি সালতানাত ও বাংলার সেন বংশ

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-২২	**দিল্লি সালতানাত:** প্রতিষ্ঠা এবং মুহম্মদ বিন তুঘলকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা	১১৫
অধ্যায়-২৩	**সেন বংশ:** বাংলায় বিজয় সেন ও লক্ষণ সেনের শাসনকাল	১১৯

নবম ভাগ: প্রস্তুতি ও মূল্যায়ন

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-২৪	**NTRCA স্ট্যান্ডার্ড ডাইজেস্ট**	১২৩
অধ্যায়-২৫	**NTRCA স্পেশাল মডেল টেস্ট**	১৫৬

উভয় সিলেবাসের সাধারণ অংশ (Common Topics)

১ম ভাগ: বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগ

অধ্যায়-১: পাল শাসন: বাংলায় পাল বংশের উত্থান; ধর্মপাল ও দেবপাল।

বাংলার ইতিহাসে পাল আমল অত্যন্ত গৌরবময়। মাৎস্যন্যায়ের অন্ধকার যুগ শেষ করে এই বংশ বাংলাকে এক সুসংহত রূপ দিয়েছিল।

❒ পাল বংশের উত্থান ও প্রতিষ্ঠাতা: গোপাল

- **প্রতিষ্ঠা:** ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে।
- **মাৎস্যন্যায়:** পাল রাজত্বের আগে ১০০ বছর বাংলায় যে অরাজকতা ছিল, তাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলে।
- **ব্যতিক্রম:** গোপাল জনগণের (সামন্তদের) দ্বারা নির্বাচিত বাংলার **প্রথম গণতান্ত্রিক রাজা**।

❒ শ্রেষ্ঠ সম্রাট: ধর্মপাল (৭৭০ - ৮১০ খ্রি.)

পাল বংশকে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যান ধর্মপাল।

- **উপাধি:** 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' এবং 'উত্তরাপথ স্বামী'।
- **স্থাপত্য:** নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে বিখ্যাত **সোমপুর মহাবিহার** তিনি নির্মাণ করেন। এছাড়াও মগধে **বিক্রমশীল মহাবিহার** প্রতিষ্ঠা করেন।
- **ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ:** কনৌজের আধিপত্য নিয়ে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সাথে যুদ্ধ করেন।

❒ মহান বিজেতা: দেবপাল (৮১০ - ৮৫০ খ্রি.)

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল পাল সাম্রাজ্যের সীমানা হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তার করেন।

- **রাজধানী:** তিনি রাজধানী মুঙ্গেরে (বর্তমানে বিহার) স্থানান্তর করেন।
- **নালন্দা মঠ:** সুমাত্রা ও জাভার শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্র দেবের অনুরোধে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের জন্য ৫টি গ্রাম দান করেন।
- **ধর্ম:** তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান।

❒ পাল বংশ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

মূল বিষয়	তথ্য
বংশের স্থায়িত্ব	প্রায় ৪০০ বছর (বাংলার দীর্ঘতম রাজবংশ)।
ধর্মীয় বিশ্বাস	পাল রাজারা সবাই **বৌদ্ধ** ধর্মাবলম্বী ছিলেন।
আদি সাহিত্য	পাল আমলেই বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন **'চর্যাপদ'**-এর সূচনা হয়।

ভাস্কর্য শিল্পী	বিখ্যাত দুই ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী ছিলেন **ধীমান** ও **বীটপাল**।
শেষ রাজা	পাল বংশের শেষ রাজা ছিলেন **গোবিন্দ পাল** (তবে রামপালকে শেষ শক্তিশালী রাজা ধরা হয়)।
কৈবর্ত বিদ্রোহ	দ্বিতীয় মহীপালের আমলে দিব্যকের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ হয়েছিল।

মনে রাখার কৌশল (Shortcut Tips)

- **প্রতিষ্ঠাতা:** গোপাল (সবাই মিলে রাজা করেছে)।
- **ধর্মপাল:** 'ধর্ম' প্রচার ও শিক্ষার জন্য বড় বড় 'বিহার' বানিয়েছেন (সোমপুর ও বিক্রমশীল)।
- **দেবপাল:** তিনি ছিলেন সাম্রাজ্য জয়ের 'দেবতা' (বিশাল সীমানা জয়)।

এনটিআরসিএ স্পেশাল প্র্যাকটিস

ক্রম	প্রশ্ন ও গুরুত্ব	উত্তর
১	**পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ***	গোপাল
২	পাল বংশ কত বছর বাংলা শাসন করেছিল?	প্রায় ৪০০ বছর (৭৫০-১১৬১ খ্রি.)
৩	বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ কোনটি?	পাল বংশ
৪	**পাল বংশের রাজারা কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন? ***	বৌদ্ধ ধর্ম
৫	**বাংলার প্রথম গণতান্ত্রিক বা নির্বাচিত রাজা কে? ***	গোপাল
৬	**শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় বিরাজমান অরাজকতাকে কী বলা হয়? ***	মাৎস্যন্যায়
৭	**পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? ***	ধর্মপাল
৮	'উত্তরাপথ স্বামী' কার উপাধি ছিল?	ধর্মপাল
৯	**পাহাড়পুরের 'সোমপুর মহাবিহার' কে নির্মাণ করেন? ***	ধর্মপাল
১০	মগধে 'বিক্রমশীল মহাবিহার' কে প্রতিষ্ঠা করেন?	ধর্মপাল
১১	ধর্মপালের উপাধি কী ছিল?	পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ
১২	পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয় কার সময়ে?	দেবপাল
১৩	দেবপাল তাঁর রাজধানী কোথায় স্থানান্তর করেছিলেন?	মুঙ্গেরে
১৪	নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন?	দেবপাল
১৫	রাজা বালপুত্র দেবকে মঠের জন্য ৫টি গ্রাম কে দান করেন?	দেবপাল
১৬	পাল বংশের 'দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' বলা হয় কাকে?	প্রথম মহীপাল
১৭	**পাল আমলের বিখ্যাত বিদ্রোহটির নাম কী? ***	কৈবর্ত বিদ্রোহ
১৮	কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন?	দিব্য বা দিব্যক
১৯	কৈবর্ত বিদ্রোহ কার আমলে সংঘটিত হয়েছিল?	দ্বিতীয় মহীপাল
২০	পাল বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী রাজা কে ছিলেন?	রামপাল
২১	**'রামচরিতম' কাব্য কে রচনা করেন? ***	সন্ধাকর নন্দী

২২	'রামচরিতম' কাব্যের নায়ক কে?	রামপাল
২৩	পাল বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে কার আমলে?	গোবিন্দ পাল
২৪	**বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' কোন আমলে শুরু হয়? ***	পাল আমলে
২৫	**পাল আমলের বিখ্যাত দুই ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী কে? ***	ধীমান ও বীটপাল
২৬	পাল বংশের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল?	বরেন্দ্র অঞ্চল
২৭	ওদন্তপুরী বিহার কে প্রতিষ্ঠা করেন?	গোপাল
২৮	অতীশ দীপঙ্কর কার সময়ে তিব্বতে গিয়েছিলেন?	নয়পাল
২৯	পাল আমলের প্রধান ফসল কী ছিল?	ধান
৩০	পাল আমলের প্রধান সমুদ্র বন্দর কোনটি ছিল?	তাম্রলিপ্ত
৩১	কনৌজের আধিপত্য নিয়ে সংঘটিত যুদ্ধের নাম কী?	ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ
৩২	ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ কত বছর স্থায়ী হয়েছিল?	প্রায় ২০০ বছর
৩৩	পাল রাজাদের অধিকাংশের রাজধানী কোথায় ছিল?	গৌড়
৩৪	**চর্যাপদ ১৯০৭ সালে কোথা থেকে আবিষ্কৃত হয়? ***	নেপালের রাজদরবার
৩৫	**চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন? ***	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৩৬	পাল আমলের বিখ্যাত চিকিৎসক কে ছিলেন?	চক্রপাণি দত্ত
৩৭	পাল আমলের মুদ্রার নাম কী ছিল?	নারায়ণী বা দ্রাম
৩৮	খালিমপুর তাম্রশাসন কার বিজয়গাথা বর্ণনা করে?	ধর্মপাল
৩৯	পাল যুগের অন্যতম বৌদ্ধ পণ্ডিত কে ছিলেন?	শিলভদ্র
৪০	শিলালিপিতে পাল রাজাদের কী বলা হতো?	রাজরাজেশ্বর
৪১	বরেন্দ্র উদ্ধার করেছিলেন কোন পাল রাজা?	রামপাল
৪২	পাল রাজারা মোট কত বছর রাজত্ব করেছিলেন?	৪০০ বছর
৪৩	পাল যুগের শিল্পরীতিকে কী বলা হয়?	প্রাচ্য শিল্পরীতি
৪৪	ধর্মপাল কত বছর রাজত্ব করেন?	৪০ বছর
৪৫	নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?	বিহার
৪৬	পাল রাজাদের সময় প্রচলিত ভাষা কোনটি ছিল?	সংস্কৃত ও পালি
৪৭	পাল বংশের রাজত্বের পর কোন বংশ শুরু হয়?	সেন বংশ
৪৮	পাল আমলের চিত্রকলা কিসের ওপর দেখা যায়?	তালপাতা ও পাথর
৪৯	কৈবর্ত বিদ্রোহের স্থান কোনটি?	বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ)
৫০	পাল যুগ ইতিহাসের পাতায় কেন বিখ্যাত?	স্থাপত্য ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা

টপিকওয়াইজ স্পেশাল মডেল টেস্ট

ক্রম	প্রশ্ন	(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)
১	পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?	ধর্মপাল	গোপাল	দেবপাল	মহীপাল
২	মাৎস্যন্যায় বাংলার কোন সময়কে বোঝায়?	৭ম-৮ম শতক	৬ষ্ঠ শতক	৯ম শতক	১০ম শতক
৩	গোপাল কত বছর রাজত্ব করেন?	২০ বছর	২৭ বছর	৪২ বছর	১৫ বছর
৪	'বিক্রমশীল' কার উপাধি ছিল?	গোপাল	দেবপাল	ধর্মপাল	রামপাল
৫	পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার কোথায় অবস্থিত?	রাজশাহী	নওগাঁ	কুমিল্লা	বগুড়া
৬	পাল রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক কে?	গোপাল	মহীপাল	দেবপাল	ধর্মপাল
৭	ত্রিশক্তি সংঘর্ষের মূল লক্ষ্য কী ছিল?	দিল্লি	মগধ	কনৌজ	গৌড়
৮	দেবপাল তাঁর রাজধানী কোথায় স্থানান্তরিত করেন?	পাটলিপুত্র	মুঙ্গের	পুণ্ড্রনগর	ঢাকা
৯	পাল আমলে কোন শিল্পে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়?	স্থাপত্য	ভাস্কর্য ও চিত্র	বস্ত্র	মৃৎ
১০	ধর্মপালের মন্ত্রীর নাম কী ছিল?	দর্ভপাণি	গর্গ	বরাহমিহির	খলিল
১১	ওদন্তপুরী বিহার কে প্রতিষ্ঠা করেন?	ধর্মপাল	গোপাল	মহীপাল	দেবপাল
১২	পাল বংশের পতন ঘটে কোন রাজবংশের হাতে?	মৌর্য	খিলজি	সেন	গুপ্ত
১৩	দেবপাল কত বছর রাজত্ব করেছিলেন?	৩০ বছর	৪০ বছর	৫০ বছর	২০ বছর
১৪	খালিমপুর লিপি থেকে কোন রাজার কথা জানা যায়?	দেবপাল	ধর্মপাল	গোপাল	রামপাল
১৫	শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্র দেবের বন্ধু কে ছিলেন?	ধর্মপাল	দেবপাল	প্রথম মহীপাল	নয়পাল
১৬	পাল রাজাদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল?	বরেন্দ্র	সমতট	রাঢ়	হরিকেল
১৭	ধর্মপাল কাকে কনৌজের সিংহাসনে বসান?	ইন্দ্রায়ুধ	চক্রায়ুধ	বৎসরাজ	দ্বিতীয় নাগভট
১৮	কত বছর মাৎস্যন্যায় চলেছিল?	৫০ বছর	১০০ বছর	১৫০ বছর	২০০ বছর
১৯	পাল রাজবংশের শেষ শক্তিশালী রাজা কে?	রামপাল	মহীপাল	মদনপাল	গোপাল
২০	দেবপাল কোন ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন?	হিন্দু	জৈন	বৌদ্ধ	শাক্ত

উত্তরমালা:

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
খ	ক	খ	গ	খ	ঘ	গ	খ	খ	খ	খ	গ	খ	খ	খ	ক	খ	খ	ক	গ

অধ্যায়-২: মুসলিম শাসন: বখতিয়ার খলজী, ইলিয়াস শাহী বংশ এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহ-এর শাসনকাল

১. বখতিয়ার খলজী: বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত (১২০৪ - ১২০৬ খ্রি.)

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী ছিলেন একজন তুর্কি সেনাপতি যিনি বাংলায় মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

- **বিজয় অভিযান:** ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাত্র **১৭ বা ১৮ জন অশ্বারোহী** নিয়ে অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে নদীয়া ও গৌড় জয় করেন।
- **সেন শাসনের পতন:** তাঁর আক্রমণের ফলে সেন বংশের শেষ রাজা **লক্ষ্মণ সেন** বিক্রমপুরে পালিয়ে যান।
- **রাজধানী:** তিনি তাঁর রাজধানী লক্ষণাবতী বা **লখনৌতিতে** স্থানান্তর করেন।
- **অঞ্চল:** তাঁর বিজিত অঞ্চলকে 'লখনৌতি রাজ্য' বলা হতো। ১২০৬ সালে তিব্বত অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২. ইলিয়াস শাহী বংশ (১৩৪২ - ১৪৮৭ খ্রি.)

হাজি ইলিয়াস শাহ বাংলার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। তিনি স্বাধীন সুলতানি আমলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত।

- **সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২ - ১৩৫৮ খ্রি.):**
    - তিনি ১৩৪২ সালে সোনারগাঁও ও লখনৌতি একত্রিত করে **'শাহ-ই-বাঙালিয়ান'** উপাধি ধারণ করেন।
    - তিনিই প্রথম সমগ্র বাংলার অধিবাসীদের **'বাঙালি'** হিসেবে পরিচিত করেন।
    - পাণ্ডুয়ায় তাঁর রাজত্বকালে বিখ্যাত আদিনা মসজিদ ও একলাখী সমাধিসৌধ নির্মিত হয়।
- **গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯ - ১৪১০ খ্রি.):**
    - ইলিয়াস শাহী বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক এবং হাজি ইলিয়াস শাহের নাতি।
    - তিনি ছিলেন অত্যন্ত **ন্যায়বিচারক**। পারস্যের কবি হাফিজের সাথে তাঁর পত্রালাপ হতো।
    - তাঁর সময়ে চীনা রাষ্ট্রদূত চ্যাং হো বাংলায় আসেন।

৩. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩ - ১৫১৯ খ্রি.)

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন মধ্যযুগীয় বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় সুলতান। তাঁর রাজত্বকালকে বাংলার **'স্বর্ণযুগ'** বলা হয়।

- **সাংস্কৃতিক উদারতা:** তিনি হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন গোপীনাথ বসু এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন মুকুন্দ দাস।
- **স্থাপত্য:** তাঁর আমলে গৌড়ের বিখ্যাত **ছোট সোনা মসজিদ** এবং বড় সোনা মসজিদ (লুতন মসজিদ) নির্মিত হয়।
- **সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা:** তাঁর সময়ে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর আমলেই 'মহাভারত' অনুবাদ করেন।
- **উপাধি:** তাঁকে **'নৃপতি তিলক'** ও **'জগৎভূষণ'** উপাধিতে ভূষিত করা হয়।
- **শ্রীচৈতন্যদেব:** বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মগুরু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর সমসাময়িক ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ:

শাসক/বংশ	প্রধান বৈশিষ্ট্য	উপাধি/কীর্তি
বখতিয়ার খলজী	বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা	নদীয়া বিজয় (১২০৪ খ্রি.)
হাজি ইলিয়াস শাহ	স্বাধীন সুলতানি আমলের প্রতিষ্ঠাতা	শাহ-ই-বাঙালিয়ান

অধ্যায়-৫: রাজনৈতিক বিবর্তন: মুসলিম লীগ গঠন, লাহোর প্রস্তাব এবং ভারত বিভক্তি

১. নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠন (১৯০৬)

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা থেকে এই দলের জন্ম হয়।

- **প্রতিষ্ঠা:** ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত এক শিক্ষা সম্মেলনে (All India Muhammadan Educational Conference)।
- **মূল উদ্যোক্তা:** নবাব সলিমুল্লাহ (ঢাকার নবাব)।
- **প্রথম সভাপতি:** আগা খান।
- **প্রথম সাধারণ সম্পাদক:** নবাব মহসিন-উল-মুলক।
- **উদ্দেশ্য:** ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য নিশ্চিত করা এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ আদায় করা।

২. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব

উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবির ঐতিহাসিক ভিত্তি তৈরি হয় এই প্রস্তাবের মাধ্যমে।

- **উত্থাপন:** ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে।
- **উত্থাপক:** শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী)।
- **মূল বক্তব্য:** ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব দিকের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে একাধিক 'স্বাধীন রাষ্ট্র' (Independent States) গঠন করা।
- **তাত্ত্বিক ভিত্তি:** মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর **'দ্বিজাতি তত্ত্ব'** (Two-Nation Theory), যেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের দুটি আলাদা জাতি হিসেবে দাবি করা হয়।

৩. ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং দেশভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

- **মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা:** ৩ জুন, ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভক্তির চূড়ান্ত পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।
- **আইন:** ১৮ জুলাই, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' পাস হয়।
- **র‍্যাডক্লিফ লাইন:** সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে সীমানা নির্ধারণী কমিশন ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণ করে।
- **স্বাধীনতা:** ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

এনটিআরসিএ স্পেশাল প্র্যাকটিস

ক্রম	প্রশ্ন ও গুরুত্ব	উত্তর
১	**নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কোথায় গঠিত হয়? ***	ঢাকায় (শাহবাগ)
২	**মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা কে? ***	নবাব সলিমুল্লাহ
৩	মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?	আগা খান

৩য় ভাগঃ বাংলাদেশের অভ্যুদয়

অধ্যায়-৬: ভাষা আন্দোলন: ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও গুরুত্ব

ভাষা আন্দোলন: স্বাধীনতার প্রথম সোপান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ১৯৫২ সালের এই আন্দোলনই বাঙালির মনে প্রথম জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছিল।

১. পটভূমি ও জিন্নাহর ঘোষণা

- **রেসকোর্স ময়দান:** ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন— *"Urdu and Urdu alone shall be the state language of Pakistan"*।
- **প্রতিবাদ:** ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি একই ঘোষণা দিলে উপস্থিত ছাত্ররা তাৎক্ষণিক **'No No'** বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

২. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

- **গঠন:** ১৯৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরিতে এক সভায় এটি গঠিত হয়।
- **আহ্বায়ক: কাজী গোলাম মাহবুব।**
- **লক্ষ্য:** বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনকে বেগবান করা।

৩. ২১শে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক রক্তপাত

- **কর্মসূচি:** মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী ধর্মঘট ও হরতাল ডাকা হয়।
- **১৪৪ ধারা:** তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী **নুরুল আমীন** ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেন।
- **শহীদগণ:** ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করলে পুলিশের গুলিতে রফিক, জব্বার, বরকত, শফিউরসহ অনেকে শহীদ হন।

৪. প্রথম শহীদ মিনার ও স্মৃতি সংরক্ষণ

- **নির্মাণ:** ১৯৫২ সালের **২৩শে ফেব্রুয়ারি** রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্রদের উদ্যোগে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়।
- **উদ্বোধন:** এটি উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউরের পিতা।

৫. রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি

- **সাংবিধানিক স্বীকৃতি:** পাকিস্তান সরকার আন্দোলনের মুখে নতি স্বীকার করে এবং **১৯৫৬ সালের সংবিধানে** (২১৪ নং অনুচ্ছেদ) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়।

৬. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

- **ইউনেস্কোর স্বীকৃতি:** ১৯৯৯ সালের **১৭ই নভেম্বর** ইউনেস্কো (UNESCO) ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- **বৈশ্বিক পালন:** ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে সারা বিশ্বে দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

অধ্যায়-৭: নির্বাচন ও রাজনীতি: ১৯৫৪ সালের নির্বাচন এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এটি ছিল মূলত মুসলিম লীগের অপশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ব্যালট বিপ্লব।

১. যুক্তফ্রন্ট গঠন (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৩)

মুসলিম লীগের একচেটিয়া আধিপত্য মোকাবিলায় প্রধান চারটি রাজনৈতিক দল মিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে:

১. **আওয়ামী মুসলিম লীগ:** নেতৃত্বে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

২. **কৃষক শ্রমিক পার্টি:** নেতৃত্বে এ কে ফজলুল হক।

৩. **নেজামে ইসলাম:** নেতৃত্বে মাওলানা আতাহার আলী।

৪. **গণতন্ত্রী দল:** নেতৃত্বে হাজী মোহাম্মদ দানেশ।

২. ২১ দফা ইশতেহার: বাঙালির প্রাণের দাবি

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রচারণার মূল ভিত্তি ছিল ঐতিহাসিক ২১ দফা।

- **মূল কারিগর:** এই দফার খসড়া প্রণয়ন করেন **আবুল মনসুর আহমদ**।
- **প্রথম দফা:** "বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা"।
- **স্লোগান:** ২১ দফার মূল কথা ছিল— "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিন"।

৩. নির্বাচনি প্রতীক ও ফলাফল

- **প্রতীক:** যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল **'নৌকা'**। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রতীক ছিল **'হারিকেন'**।
- **নির্বাচনি ফলাফল (মার্চ ১৯৫৪):**
    - পূর্ববঙ্গ আইনসভার মোট আসন সংখ্যা ছিল: **৩০৯টি**।
    - যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে: **২২৩টি** আসনে।
    - ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র: **৯টি** আসন।

৪. সরকার গঠন ও মন্ত্রিসভা

- **শপথ গ্রহণ:** ১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিল **এ কে ফজলুল হক** (শের-এ-বাংলা) এর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।
- **বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা:** শেখ মুজিবুর রহমান এই মন্ত্রিসভায় **কৃষি, সমবায় ও ঋণ দান** মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ছিলেন সেই মন্ত্রিসভার **কনিষ্ঠতম মন্ত্রী**।

৫. ষড়যন্ত্র ও পতন

যুক্তফ্রন্টের এই বিজয় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী মেনে নিতে পারেনি।

- **৯২-ক ধারা:** আদমজী জুট মিলে দাঙ্গার অজুহাত দেখিয়ে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার **৯২-ক ধারা** (গভর্নরের শাসন) জারি করে।

- **পতন:** মাত্র **৫৬ দিনের** মাথায় (৩০শে মে, ১৯৫৪) যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা:

বিষয়	তথ্য
যুক্তফ্রন্টের প্রধান তিন নেতা	শেরে বাংলা, মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
মুসলিম লীগের পতন	এই নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তান থেকে কার্যত বিলুপ্ত হয়।
বিজয়ের তাৎপর্য	এটি ছিল বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের প্রথম মাইলফলক।

এনটিআরসিএ স্পেশাল প্র্যাকটিস

ক্রম	প্রশ্ন	উত্তর
১	যুক্তফ্রন্ট কত সালে গঠিত হয়?*	১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর
২	১৯৫৪ সালের নির্বাচনটি কোন পরিষদের জন্য ছিল?	পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদ
৩	যুক্তফ্রন্ট কয়টি দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল?*	৪টি দল
৪	যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলো কী কী?*	আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল
৫	আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কে ছিলেন?*	মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
৬	কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা কে ছিলেন?*	শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
৭	নেজামে ইসলাম দলের নেতা কে ছিলেন?	মাওলানা আতাহার আলী
৮	গণতন্ত্রী দলের প্রধান কে ছিলেন?	হাজী মোহাম্মদ দানেশ
৯	যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল?*	নৌকা
১০	মুসলিম লীগের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল?	হারিকেন
১১	যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহার কয় দফার ছিল?*	২১ দফা
১২	যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মূল কারিগর বা রচয়িতা কে?*	আবুল মনসুর আহমদ
১৩	২১ দফার প্রথম ও প্রধান দফা কী ছিল?*	বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
১৪	পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা কত ছিল?*	৩০৯টি
১৫	৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন কয়টি ছিল?	২৩৭টি
১৬	যুক্তফ্রন্ট মোট কতটি আসন লাভ করেছিল?*	২২৩টি (২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে)
১৭	ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ কতটি আসন পেয়েছিল?*	মাত্র ৯টি
১৮	যুক্তফ্রন্ট কত তারিখে মন্ত্রিসভা গঠন করে?*	৩ এপ্রিল, ১৯৫৪
১৯	যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?*	শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
২০	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন?*	কৃষি, সমবায় ও ঋণদান
২১	যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কনিষ্ঠতম মন্ত্রী কে ছিলেন?*	শেখ মুজিবুর রহমান
২২	যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কত দিনের মাথায় বরখাস্ত করা হয়?*	মাত্র ৫৬ দিনের মাথায়
২৩	যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্তের জন্য কোন ধারা প্রয়োগ করা হয়েছিল?*	৯২-ক (৯২-A) ধারা
২৪	যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কে বরখাস্ত করেন?*	গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ
২৫	বরখাস্তের পর পূর্ববঙ্গে কার শাসন জারি করা হয়?	ইস্কান্দার মির্জা (গভর্নর হিসেবে)
২৬	যুক্তফ্রন্টের জয়ে কোন চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল?*	বাঙালি জাতীয়তাবাদ
২৭	২১ দফার মধ্যে জমিদারি প্রথা নিয়ে কী বলা হয়েছিল?	বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ

অধ্যায়-৯: ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী একটি চূড়ান্ত গণজাগরণ, যা বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে স্বাধীনতার পথে এক ধাপ এগিয়ে দেয়।

১. প্রেক্ষাপট ও ১১ দফা কর্মসূচি

- **মূল কারণ:** আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবি।
- **১১ দফা কর্মসূচি:** ১৯৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ছাত্রদের বিভিন্ন সংগঠন মিলে **'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'** গঠন করে এবং ১১ দফা ঘোষণা করে। এটি ছিল মূলত বঙ্গবন্ধুর ৬ দফারই একটি বর্ধিত ও সংহতিমূলক রূপ।

২. আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলো ও আত্মত্যাগ

আন্দোলনের তীব্রতা বাড়াতে বেশ কয়েকজন বীরের আত্মত্যাগ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে:

- **শহীদ আসাদ (২০শে জানুয়ারি):** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। তাঁর রক্তে আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।
- **শহীদ মতিউর (২৪শে জানুয়ারি):** নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউর রহমান মল্লিক শহীদ হন। এই স্মরণে প্রতি বছর **২৪শে জানুয়ারি 'গণঅভ্যুত্থান দিবস'** পালন করা হয়।
- **সার্জেন্ট জহুরুল হক (১৫ই ফেব্রুয়ারি):** আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকা সেনানিবাসে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয়।
- **ড. শামসুজ্জোহা (১৮ই ফেব্রুয়ারি):** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা ছাত্রদের বাঁচাতে গিয়ে ঘাতকদের গুলিতে শহীদ হন। তিনি **বাংলাদেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী**।

৩. 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ও ঐতিহাসিক অর্জন

- **মুক্তি:** আন্দোলনের মুখে ২২শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।
- **উপাধি প্রদান:** ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসভায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে **তোফায়েল আহমেদ** শেখ মুজিবুর রহমানকে **'বঙ্গবন্ধু'** উপাধিতে ভূষিত করেন।

৪. ফলাফল ও পতন

- **আইয়ুব খানের পদত্যাগ:** গণঅভ্যুত্থানের প্রবল চাপে ২৫শে মার্চ ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।
- **ক্ষমতা হস্তান্তর:** তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, যিনি পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা:

তারিখ ও বছর	ঘটনা
২০শে জানুয়ারি ১৯৬৯	শহীদ আসাদ দিবস
২৪শে জানুয়ারি ১৯৬৯	গণঅভ্যুত্থান দিবস (শহীদ মতিউর)
১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	ড. শামসুজ্জোহা শহীদ হন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)
২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান

অধ্যায়-১১: স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং একটি জাতির জন্ম

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১: শৃঙ্খল ভাঙার মহাকাব্য

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ কেবল ৯ মাসের সশস্ত্র লড়াই ছিল না; এটি ছিল দীর্ঘ ২৪ বছরের শোষণ, বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক পেষণের বিরুদ্ধে বাঙালির পুঞ্জীভূত ক্ষোভের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ।

১. কালজয়ী তর্জনী ও স্বাধীনতার ডাক

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ১৮ মিনিটের ভাষণে কার্যত স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণা দেন।

- **মর্যাদা:** ২০১৭ সালে ইউনেস্কো একে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে **'Memory of the World Register'**-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে।
- **মূলমন্ত্র:** *"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"*

২. কালরাত ও 'অপারেশন সার্চলাইট'

২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘুমন্ত ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর যে বর্বর গণহত্যা চালায়, তার সামরিক কোড নাম ছিল **'অপারেশন সার্চলাইট'**। এর লক্ষ্য ছিল বাঙালির প্রতিরোধ ক্ষমতাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া।

৩. স্বাধীনতার ঘোষণা ও মেজর জিয়াউর রহমান

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। তবে এই ঘোষণাকে জনগণের কাছে পৌঁছানো এবং সশস্ত্র যুদ্ধের রণধ্বনি তোলার ক্ষেত্রে **মেজর জিয়াউর রহমান** এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন।

- **স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ:** ২৭শে মার্চ ১৯৭১ তারিখে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে **মেজর জিয়াউর রহমান** শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।
- **ঘোষক হিসেবে গুরুত্ব:** তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে দেওয়া এই ঘোষণাটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় জাতির মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করে এবং দিশেহারা বাঙালি জনতাকে সুসংগঠিত হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা দেয়। ইতিহাসে তিনি **'স্বাধীনতার ঘোষক'** হিসেবে এক বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত।

৪. মুজিবনগর সরকার: প্রথম স্বাধীন সরকার

যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ই এপ্রিল এই সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার (বর্তমান মুজিবনগর) আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করে।

পদবী	নাম
রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে)
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমদ

৫. রণকৌশল: সেক্টর ও জেড ফোর্স (Z-Force)

যুদ্ধকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল।

- **জেড ফোর্স (Z-Force):** মুক্তিযুদ্ধের প্রথম নিয়মিত সামরিক ব্রিগেড। এটি গঠিত হয়েছিল **মেজর জিয়াউর রহমানের** নেতৃত্বে (তাঁর নামের প্রথম অক্ষর 'Z' অনুসারে)। তিনি ছিলেন এর অধিনায়ক।
- **সেক্টর কমান্ডার:** মেজর জিয়াউর রহমান একই সাথে **১নং সেক্টরের** (চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম) প্রথম সেক্টর কমান্ডার এবং পরবর্তীতে **১১নং সেক্টরের** সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- **১০নং সেক্টর:** এটি ছিল ব্যতিক্রমী নৌ-সেক্টর। এর কোনো স্থায়ী সেক্টর কমান্ডার ছিল না।

৬. চূড়ান্ত বিজয় ও আত্মসমর্পণের দলিল

দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় বাঙালির কাঙ্ক্ষিত বিজয়।

ক. বিজয় ও আত্মসমর্পণ: ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি ৯৩,০০০ সৈন্যসহ যৌথ বাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন।

খ. আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরকারী:

১. **মিত্রবাহিনীর পক্ষে:** লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা (যৌথ কমান্ডের প্রধান)।

২. **পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষে:** লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি।

গ. গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারের ভূমিকা:

তিনি তৎকালীন বাংলাদেশ বাহিনীর উপ-প্রধান (Deputy Chief of Staff) হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি মূল দলিলে স্বাক্ষরকারী নন, বরং বাংলাদেশের প্রধান সাক্ষী হিসেবে জেনারেল অরোরা ও নিয়াজির ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে পুরো প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ করেন।

সারসংক্ষেপ: একনজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **স্বাধীনতার ঘোষক:** মেজর জিয়াউর রহমান (২৭শে মার্চ কালুরঘাট থেকে)।
- **বীরত্বপূর্ণ খেতাব:** স্বাধীনতার যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য জিয়াউর রহমান **'বীর উত্তম'** খেতাবে ভূষিত হন।
- **প্রথম নিয়মিত ব্রিগেড:** জেড ফোর্স (অধিনায়ক: মেজর জিয়াউর রহমান)।
- **বিজয় দিবস:** ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।

এনটিআরসিএ স্পেশাল প্র্যাকটিস

ক্রম	প্রশ্ন	উত্তর
১	বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর কোন রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত?*	মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার (৩০ অক্টোবর, ২০১৭)
২	জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা কবে প্রদান করেন?*	২৭শে মার্চ কালুরঘাট থেকে
৩	২৭শে মার্চ কালুরঘাট থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন কে?*	মেজর জিয়াউর রহমান
৪	জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করার সময় নিজেকে কী পরিচয় দেন?*	অন বিহাফ অফ আওয়ার গ্রেট লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শুধুমাত্র কলেজ পর্যায়ের (কোড: ৪০৫) আলকমন বিষয়সমূহ

৪র্থ ভাগ: প্রাচীন ভারতীয় সাম্রাজ্য ও সভ্যতা

অধ্যায়-১২: সিন্ধু ও বৈদিক সভ্যতা

১. সিন্ধু সভ্যতা (Indus Valley Civilization): ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা

সিন্ধু সভ্যতা ছিল একটি **নগরকেন্দ্রিক** সভ্যতা। একে 'হরপ্পা সভ্যতা' বা 'তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা'ও বলা হয়।

- **সময়কাল:** প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১৭৫০ অব্দ পর্যন্ত।
- **আবিষ্কার:** ১৯২১ সালে **দয়ারাম সাহানি** হরপ্পা এবং ১৯২২ সালে **রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কার করেন।
- **ভৌগোলিক অবস্থান:** সিন্ধু নদের অববাহিকায় (বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল)।
- **নগর পরিকল্পনা:** এটি ইতিহাসের প্রথম পরিকল্পিত নগর সভ্যতা। এখানে উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পাকা রাস্তা এবং পোড়া ইটের বাড়ি ছিল।
- **মহেঞ্জোদাড়ো:** এর অর্থ **'মরার ঢিবি'**। এখানে একটি বিশাল 'স্নানাগার' (Great Bath) পাওয়া গেছে।
- **ধর্ম ও বাণিজ্য:** তারা মাতৃদেবীর পূজা করত এবং 'পশুপতি' শিবের অনুসারী ছিল। মেসোপটেমিয়ার সাথে তাদের নৌ-বাণিজ্য চলত।

২. বৈদিক সভ্যতা (Vedic Civilization): আর্যদের আগমন

সিন্ধু সভ্যতার পতনের পর আর্যরা ভারত উপমহাদেশে যে সভ্যতার সূচনা করে, তাকে বৈদিক সভ্যতা বলা হয়। এটি মূলত **গ্রামকেন্দ্রিক** সভ্যতা ছিল।

- **আর্যদের পরিচয়:** আর্যরা ছিল মূলত মধ্য এশিয়া থেকে আসা যাযাবর গোষ্ঠী।
- **বৈদিক সাহিত্য:** এই সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো **'বেদ'**। বেদ শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। বেদ চার প্রকার: ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব।
- **সমাজ ব্যবস্থা:** বৈদিক সমাজে পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক। সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র)।
- **ধর্ম:** তারা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করত (যেমন: ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ)। ইন্দ্র ছিলেন যুদ্ধের ও বৃষ্টির দেবতা।
- **অর্থনীতি:** কৃষিকাজ ও পশুপালন (বিশেষ করে গরু) ছিল প্রধান উপজীবিকা।

❒ সিন্ধু ও বৈদিক সভ্যতার তুলনামূলক পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	সিন্ধু সভ্যতা	বৈদিক সভ্যতা
ধরন	নগরকেন্দ্রিক ও আধুনিক	গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষিভিত্তিক
ধর্ম	মূর্তিপূজা ও মাতৃদেবী	যজ্ঞ ও প্রাকৃতিক শক্তির পূজা
প্রধান পশু	গরু ও ষাঁড় (ঘোড়ার ব্যবহার ছিল না বললেই চলে)	ঘোড়া ও গরু (গরু ছিল প্রধান সম্পদ)
লিপি	চিত্রলিপি (যা এখনও পড়া যায়নি)	মৌখিক ও পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষা

অধ্যায়-১৮: ইউরোপের রূপান্তর: একত্রীকরণ থেকে বিশ্বযুদ্ধ

ইতালি ও জার্মানির একত্রীকরণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভার্সাই চুক্তি, মুসোলিনি ও হিটলারের উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

১. ইতালি ও জার্মানির একত্রীকরণ

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের প্রভাবে এই দুটি দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত অবস্থা থেকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

- **ইতালির একত্রীকরণ (Risorgimento):** ১৮৬১ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে এটি সম্পন্ন হয়। এর প্রধান তিন নায়ক হলেন— **মাজিনি** (আদর্শ দাতা), **কাভুর** (কূটনীতিবিদ) এবং **গ্যারিবল্ডি** (বিপ্লবী নেতা)। 'রেড শার্ট' বা লাল কোর্তা বাহিনী ছিল গ্যারিবল্ডির।
- **জার্মানির একত্রীকরণ (১৮৭১):** প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী **অটো ফন বিসমার্কের** নেতৃত্বে জার্মানি একত্রিত হয়। তিনি **'রক্ত ও লৌহ নীতি'** (Blood and Iron Policy) অবলম্বন করেছিলেন। সেডানের যুদ্ধে (১৮৭০) ফ্রান্সকে পরাজিত করে ১৮৭১ সালে জার্মান সাম্রাজ্য ঘোষণা করা হয়।

২. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪–১৯১৮) ও ভার্সাই চুক্তি

- **মূল কারণ:** অস্ট্রিয়ার যুবরাজ **আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্দকে** বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে হত্যা করা (২৮ জুন, ১৯১৪)।
- **দুই পক্ষ:** মিত্রশক্তি (ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, পরে আমেরিকা) বনাম অক্ষশক্তি (জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, তুরস্ক)।
- **অবসান:** ১১ নভেম্বর ১৯১৮ সালে জার্মানির আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়।
- **ভার্সাই চুক্তি (১৯১৯):** ২৮ জুন ১৯১৯ সালে প্যারিসের ভার্সাই প্রাসাদে জার্মানির ওপর এই অপমানজনক চুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে এবং **লীগ অব নেশনস** গঠিত হয়।

৩. মুসোলিনি ও হিটলারের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা ও রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কাজে লাগিয়ে দুই স্বৈরশাসকের উত্থান ঘটে।

- **বেনিতো মুসোলিনি (ইতালি):** তিনি **ফ্যাসিবাদ** (Fascism) মতবাদের প্রবক্তা। ১৯২২ সালে 'মার্চ টু রোম'-এর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর অনুসারীদের বলা হতো **'ব্ল্যাক শার্ট'** বা কালো কোর্তা বাহিনী।
- **অ্যাডলফ হিটলার (জার্মানি):** তিনি **নাৎসিবাদ** (Nazism) মতবাদের প্রবক্তা। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম **'মাইন কাম্ফ'** (আমার সংগ্রাম)। ১৯৩৩ সালে তিনি জার্মানির চ্যান্সেলর হন। তাঁর গোপন পুলিশ বাহিনীর নাম ছিল **'গেস্টাপো'**।

৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯–১৯৪৫)

- **শুরু:** ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে জার্মানি কর্তৃক **পোল্যান্ড আক্রমণ**।
- **অক্ষশক্তি:** জার্মানি, ইতালি ও জাপান।
- **মিত্রশক্তি:** ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা।

অধ্যায়-২৪: NTRCA স্ট্যান্ডার্ড ডাইজেস্ট

বিষয়বস্তু: প্রাচীন সভ্যতা, মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজবংশ।

ক্রম	প্রশ্ন	উত্তর
১	সিন্ধু সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল?	পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা
২	মহেঞ্জোদারো শব্দটির অর্থ কী?	মৃতদের স্তূপ
৩	আর্যদের আদি ধর্মগ্রন্থের নাম কী?	বেদ
৪	হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো বর্তমানে কোন দেশে অবস্থিত?	পাকিস্তান
৫	সিন্ধু সভ্যতার মানুষ কোন ধাতুর ব্যবহার জানত না?	লোহা
৬	বৈদিক সভ্যতার ভিত্তি কী ছিল?	গ্রাম
৭	কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' কোন বিষয়ক গ্রন্থ?	রাষ্ট্রনীতি ও শাসন ব্যবস্থা
৮	মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
৯	সম্রাট অশোক কোন যুদ্ধে জয়ী হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন?	কলিঙ্গ যুদ্ধ
১০	ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট কাকে বলা হয়?	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
১১	মেগাস্থিনিস কার রাজসভায় গ্রিক রাষ্ট্রদূত ছিলেন?	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
১২	গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?	শ্রীগুপ্ত
১৩	কাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলা হয়?	সমুদ্রগুপ্ত
১৪	প্রাচীন ভারতের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয় কোন আমলকে?	গুপ্ত আমল
১৫	চীনা পর্যটক ফাহিয়েন কার শাসনামলে ভারতে আসেন?	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
১৬	'বিক্রমাদিত্য' কার উপাধি ছিল?	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
১৭	বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা কে ছিলেন?	শশাঙ্ক
১৮	শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল?	কর্ণসুবর্ণ
১৯	শশাঙ্ক কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?	শৈব
২০	বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ কোনটি?	পাল বংশ
২১	পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?	গোপাল
২২	পাল রাজারা কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?	বৌদ্ধ ধর্ম
২৩	ধর্মপাল কোন বিখ্যাত বিহারটি নির্মাণ করেন?	সোমপুর বিহার (পাহাড়পুর)
২৪	পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কাকে বলা হয়?	ধর্মপাল
২৫	পাল আমলের চরম অরাজকতার সময়কালকে কী বলা হয়?	মৎস্যন্যায়

(ক) জিন্নাহ (খ) শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (গ) সোহরাওয়ার্দী (ঘ) ভাসানী

৯৮. মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

(ক) জেনারেল এম এ জি ওসমানী (খ) শফিউল্লাহ (গ) জিয়াউর রহমান (ঘ) খালেদ মোশাররফ

৯৯. ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তান কোন কোন অঞ্চলে ভারত আক্রমণ করেছিল?

(ক) পাঞ্জাব ও রাজস্থান (খ) কাশ্মীর (গ) ক ও খ উভয়ই (ঘ) শুধুমাত্র কাশ্মীর

১০০. বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে কার মরদেহ ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে?

(ক) হামিদুর রহমান (খ) মতিউর রহমান (গ) ক ও খ উভয়ই (ঘ) মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

উত্তরমালা:

নং	উ.	নং	উ.	নং	উ.	নং	উ.	নং	উ.	নং	উ.	নং	উ.	নং	উ.	নং	উ.	নং	উ.
১	খ	১১	গ	২১	ক	৩১	খ	৪১	গ	৫১	খ	৬১	ক	৭১	খ	৮১	খ	৯১	খ
২	ক	১২	খ	২২	ঘ	৩২	গ	৪২	ক	৫২	খ	৬২	খ	৭২	ক	৮২	খ	৯২	খ
৩	ঘ	১৩	খ	২৩	ক	৩৩	গ	৪৩	ক	৫৩	খ	৬৩	গ	৭৩	গ	৮৩	খ	৯৩	ক
৪	ক	১৪	খ	২৪	ক	৩৪	খ	৪৪	ক	৫৪	গ	৬৪	খ	৭৪	ঘ	৮৪	গ	৯৪	ক
৫	খ	১৫	খ	২৫	খ	৩৫	ক	৪৫	ঘ	৫৫	গ	৬৫	খ	৭৫	ক	৮৫	খ	৯৫	গ
৬	খ	১৬	খ	২৬	খ	৩৬	খ	৪৬	খ	৫৬	ক	৬৬	ঘ	৭৬	খ	৮৬	ক	৯৬	ক
৭	খ	১৭	খ	২৭	ক	৩৭	ক	৪৭	খ	৫৭	খ	৬৭	গ	৭৭	ক	৮৭	খ	৯৭	খ
৮	গ	১৮	খ	২৮	গ	৩৮	ক	৪৮	ক	৫৮	খ	৬৮	ক	৭৮	ক	৮৮	ক	৯৮	ক
৯	খ	১৯	খ	২৯	গ	৩৯	খ	৪৯	খ	৫৯	ক	৬৯	ঘ	৭৯	খ	৮৯	ঘ	৯৯	গ
১০	খ	২০	ক	৩০	খ	৪০	খ	৫০	ক	৬০	ঘ	৭০	ক	৮০	গ	৯০	খ	১০০	গ